ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন: অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ

নাজমুল হুদা মিনা
মো. মোস্তফা কামাল

২৩ এপ্রিল ২০১৯

প্রেক্ষাপট

- তৈরি পোশাক খাত বাংলাদেশের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প খাত - মোট দেশজ রপ্তানির ৮৩.৫১% (২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে মোট ৩০,৬১০ মিলিয়ন ডলার) এবং জিডিপিতে এ খাতের অবদান প্রায় ১১.১৭%
- এটি একটি শ্রমঘন প্রাতিষ্ঠানিক খাত, কর্মরত শ্রমিক ৪.৪ মিলিয়ন; এ খাতে কর্মরত শ্রমিকের মধ্যে নারী শ্রমিকের হার ৬০% (তবে, এ হার ক্রমান্বয়ে কমছে, ২০১৩ সালে সর্বোচ্চ ৮০%, ২০১৬ সালে ৬৪% এবং ২০১৮ সালে ৬০.৮%); দেশের মোট কর্মরত নারী শ্রমিকের ৬৪% তৈরি পোশাক খাতে নিয়োজিত
- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা তৈরি পোশাক খাতে সুশাসনের ঘাটতি ও দুর্নীতির দৃশ্যমান উদাহরণ (টিআইবি, ২০১৩) - সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের কার্যক্রমে আইনের শাসন, প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, স্বচ্ছতা, কারখানা নিরাপত্তা, শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে সুশাসনের বিভিন্ন ঘাটতি চিহ্নিত
- রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী এ খাতের বিদ্যমান সুশাসনের ঘাটতি এবং তা থেকে উত্তরণে টিআইবি প্রদত্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে সরকার ও বিভিন্ন অংশীজনের গৃহীত পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণে টিআইবি কর্তৃক ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনার নীতিগত সিদ্ধান্ত
- তৈরি পোশাক খাতের সুশাসনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণে ধারাবাহিক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বর্তমান ফলো-আপ গবেষণাটি পরিচালিত

তৈরি পোশাক খাতে সংশ্লিষ্ট অংশীজন

সরকারি

- শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
  - কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর
  - শ্রম অধিদপ্তর
- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় - ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শিল্প পুলিশ
- গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় - রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)
- শ্রম আদালত

বেসরকারি ও অন্যান্য

- কারখানা মালিক
- মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ, বিকেএমইএ)
- শ্রমিক ও শ্রমিক সংগঠন
- বায়ার (আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড ও ক্রেতা প্রতিষ্ঠান)
- অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স
- আইএলও
- এনজিও

গবেষণার উদ্দেশ্য

- তৈরি পোশাক খাতে রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করা

গবেষণা পদ্ধতি

- এটি একটি গুণগত গবেষণা এবং প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ
- **প্রত্যক্ষ উৎস:** মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার, দলগত আলোচনা ও পর্যবেক্ষণ
- **তথ্যদাতার ধরন:** কলকারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, শ্রম মন্ত্রণালয় ও রাজউকের কর্মকর্তা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, কারখানা মালিক ও মালিক সংগঠন (বিজিএমইএ), পোশাক শ্রমিক, পোশাক খাত বিশেষজ্ঞ
- **গবেষণার আওতাভুক্ত কারখানা:** অধিক সংখ্যক তৈরি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে এমন এলাকা অর্থাৎ ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর ও সাভার থেকে ৮০টি কারখানা এ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত
- **পরোক্ষ উৎস:** বিদ্যমান আইন ও বিধি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট, দাপ্তরিক নথি, গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন
- **গবেষণার সময়কাল**
  - গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সময়: এপ্রিল ২০১৩ থেকে মার্চ ২০১৯
  - তথ্য সংগ্রহের সময়: মে ২০১৮ থেকে এপ্রিল ২০১৯

উল্লেখ্য, বর্তমান গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল পোশাক খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নয়

বিশ্লেষণ কাঠামো

নির্দেশক	উপ-নির্দেশক
আইন, নীতি ও প্রয়োগ	আইন ও নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার; রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী দায়েরকৃত মামলার নিষ্পত্তি, নীতি সহায়তা
প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা ও বিকেন্দ্রিকরণ; জনবল, লজিস্টিকস ও প্রশিক্ষণ; ডিজিটাইজেশন, সমন্বয়
স্বচ্ছতা	তথ্যের উন্মুক্ততা; কারখানার তথ্য প্রকাশ; পরিদর্শন ব্যবস্থায় ডিজিটালাইজেশন
জবাবদিহিতা	পরিদর্শন ও কার্যক্রম পরিচালনায় জবাবদিহিতা; অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
কারখানা নিরাপত্তা	বায়ার প্রতিষ্ঠান (অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স); সরকার (জাতীয় উদ্যোগ, আরসিসি), কারখানা সংস্কার
শ্রমিক নিরাপত্তা ও শ্রমিক অধিকার	স্বাস্থ্য নিরাপত্তা; শোভন আচরণ ও কর্মপরিবেশ; ক্ষতিপূরণ ও বীমা ব্যবস্থা; মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা ও ছুটি, মাতৃত্বকালীন সুবিধা; সংগঠন ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার (ট্রেড ইউনিয়ন, পার্টিসিপেটরি কমিটি ও সেফটি কমিটি)
শুদ্ধাচার	প্রতিষ্ঠানসমূহের শুদ্ধাচার চর্চা ও দুর্নীতি

গবেষণার ফলাফল

গৃহীত পদক্ষেপসমূহের সার্বিক অগ্রগতি

- ২০১৩-২০১৮ সাল পর্যন্ত উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়- ৩৯% (৪০টি) উদ্যোগের অগ্রগতি সম্পন্ন, ৪১% (৪২টি) উদ্যোগের অগ্রগতি চলমান এবং বাস্তবায়নে ধীরগতি বা স্থবির অবস্থা ২০% (২০টি) উদ্যোগের
- ২০১৩-২০১৯ সাল পর্যন্ত উদ্যোগসমূহ পর্যালোচনায় দেখা যায়- ৩৯% (৪০টি) উদ্যোগের অগ্রগতি সম্পন্ন, ৪৯%(৫০টি) উদ্যোগের অগ্রগতি চলমান এবং ধীরগতিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে বা স্থবির অবস্থায় রয়েছে ১১% (১২টি) উদ্যোগের

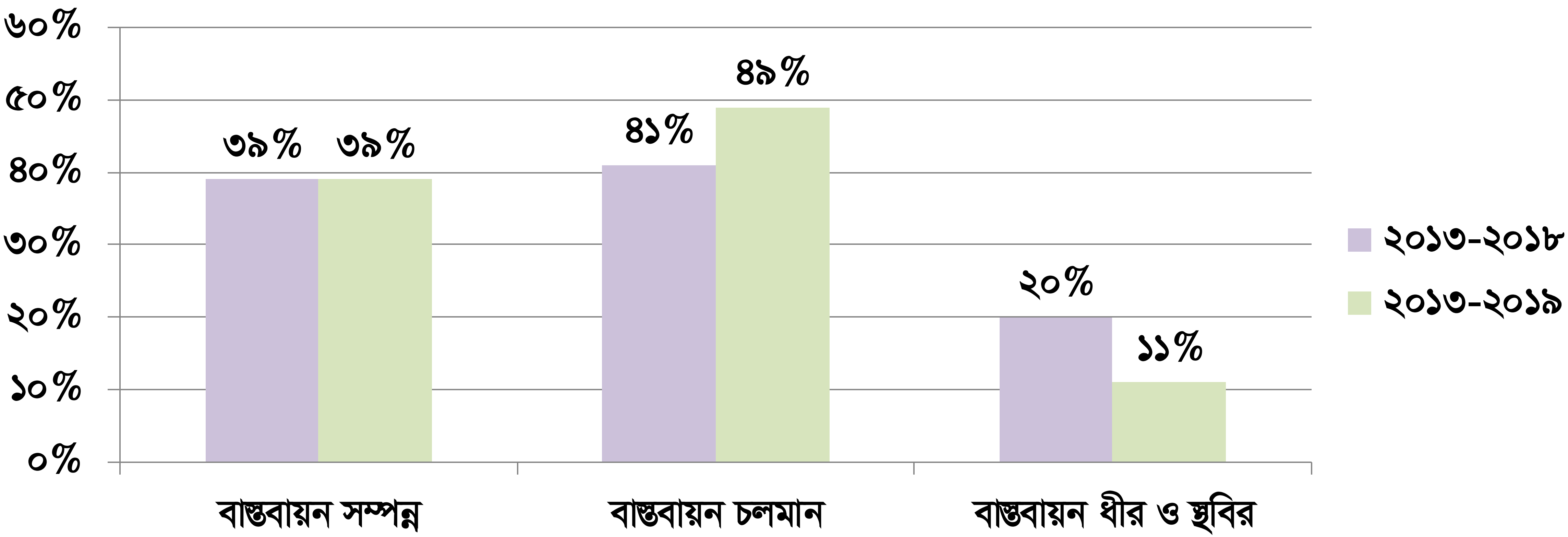

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: আইন ও নীতি

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধন (২০১৩, ২০১৮)	➢ **বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন ২০১৮ প্রণয়ন -** নভেম্বর ২০১৮ গেজেট প্রকাশ • ট্রেড ইউনিয়ন গঠনে কারখানার মোট শ্রমিকের সমর্থনের ক্ষেত্রে ৩০% এর স্থলে স্থলে ২০% এর বিধান • কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ও স্থায়ী অক্ষমতার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ যথাক্রমে দুই লক্ষ এবং দুই লক্ষ ৫০ হাজার টাকায় উন্নীত	• ধারা ২(৪৯) ও ২(৬৫) - সংশোধনীতে বিতর্কিত সিদ্ধান্তের মাধ্যমে মালিকের সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' অন্তর্ভুক্তি এবং শ্রমিকের সংকুচিত সংজ্ঞায়নে 'তদারকি কর্মকর্তাদের' বাদ দেওয়ায় তাদের শ্রমিক হিসেবে সংগঠিত হওয়ার অধিকার হরণ; অপরদিকে 'মালিক' হিসেবে তদারকি কর্মকর্তাদের কোনো সুবিধা না পাওয়া • ধারা ১০৮(২) - অধিকাল কর্মের ক্ষেত্রে পিস রেট ভিত্তিতে মজুরিপ্রাপ্ত শ্রমিকদের অতিরিক্ত ভাতা প্রাপ্তির অধিকার হতে বঞ্চিত করা • ধারা ১১৮ - উৎসব দিনে কাজ করার ক্ষেত্রে "ক্ষতিপূরণমূলক মজুরীসহ ছুটির" পরিবর্তে শুধু "ক্ষতিপূরণমূলক মজুরীর" বিধান - শ্রমিকের প্রাপ্য ছুটি প্রাপ্তির অধিকার হরণ • শ্রমিকের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান হলেও মালিকের শাস্তি কমানো (ধারা, ২৯৬, ২৯৯, ৩০০ ইত্যাদি) • আইনের বিভিন্ন ধারার (ধারা ২৩(৪)(খ)(ছ), ২৭, ১৭৯(৫), ২৯১ ইত্যাদি) অপপ্রয়োগের সুযোগ বিদ্যমান • ২০১১ সালে প্রসূতিকালীন ছুটি ২৪ সপ্তাহ করা হলেও শ্রমিকের জন্য তা ১৬ সপ্তাহ করা - রাষ্ট্র কর্তৃক অসম আচরণ

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: আইন ও নীতি

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বাংলাদেশ শ্রম বিধিমালা, ২০১৫	➢ বছরে দুটি উৎসব ভাতার বিধান ➢ ক্রেতা ও মালিকের সমন্বয়ে কল্যাণ তহবিল গঠনের বিধান (২০১৯)	➢ ট্রেড ইউনিয়ন না থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি দ্বারা শ্রমিকদের যৌথ দরকষাকষির ব্যবস্থা - মালিক কর্তৃক যৌথ দরকষাকষিতে প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি সৃষ্টি ➢ কল্যাণ তহবিল থেকে গ্রুপ বিমার প্রিমিয়াম পরিশোধের বিধান
ইপিজেড শ্রম আইন, ২০১৬ প্রণয়নের উদ্যোগ	➢ ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯ জারি এবং ১৫ জানুয়ারি, ২০১৯ গেজেট আকারে প্রকাশ	➢ ট্রেড ইউনিয়নের পরিবর্তে শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন এবং প্রতিনিধি নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের ভোটের বিধান করায় এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া জটিল করা ➢ চাকুরিচ্যুতির ক্ষেত্রে চাকুরিকালীন সুবিধা না পেলে শ্রম আদালতে মালিকের বিরুদ্ধে মামলা করার বিধান না থাকা ➢ উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিতে আইনে অগ্রগতি হলেও শ্রমিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রগতি না হওয়া
অগ্নি নির্বাপন বিধিমালা, ২০১৪	➢ মালিকপক্ষের আপত্তিতে (অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি ও মালগুদাম মাসুল বিষয়ে) নির্বাহী আদেশে স্থগিত করা ও পর্যালোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক কমিটি গঠন (২০১৪)	➢ মালিকপক্ষের চাপে বিধিমালা অনুমোদনে দীর্ঘসূত্রতা • অগ্নি নিরাপত্তা নিশ্চিতে ঝুঁকি অব্যাহত • মাসুল হালনাগাদ না হওয়ায় সরকারের বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারানো

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: আইন ও নীতি

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
রানা প্লাজার মালিক ও কারখানার মালিকদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি এবং শ্রম আদালতে একাধিক মামলা দায়ের	➢ সিআইডি দায়েরকৃত মামলায় ২০১৫ সালে দন্ডবিধি আইনে ৪১ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট প্রদান (২০১৭) ➢ ইমারত আইনের মামলায় ১৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন (২০১৮)	➢ আসামিপক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ (২০১৮) ➢ আসামিদের ঢাকা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে রিভিশন মামলা দায়ের এবং মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় সাক্ষ্য গ্রহণ না হওয়া (২০১৮)
দুদকের তিনটি মামলা দায়ের	➢ ২০১৬ সালের মে মাসে একটি মামলায় রানার জামিন বিষয়ে হাইকোর্টের রুল জারি - সম্প্রতি তা খারিজ করে ছয় মাসের মধ্যে বিচারিক কার্যক্রম সম্পন্ন করতে আপিল বিভাগের নির্দেশনা (২০১৯)	
তাজরিন ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের	➢ ২০১৫ সালে তাজরিন ফ্যাশন মামলার সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু (২০১৬)	➢ এখন পর্যন্ত ১০৪ জনের মধ্যে মাত্র সাত জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ (২০১৯) ➢ মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে প্রলোভন ও হুমকি দিয়ে সাক্ষ্যদানে বিরত রাখার অভিযোগ
স্পেকট্রাম ফ্যাশন মালিকের বিরুদ্ধে মামলা	➢ বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন মিলে ২০০৫ সালে হাইকোর্টে রিট মামলা দায়ের	➢ শুনানীর জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষমান ➢ আইনের প্রয়োগে বাস্তব অগ্রগতির ঘাটতি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: ব্যবসাবান্ধব নীতি সহায়তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
ব্যবসায়িক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নীতি সহায়তা প্রদান	➢ **তৈরি পোশাক ব্যবসায় নীতি সহায়তা বৃদ্ধি** • কর্পোরেট ট্যাক্স ১৫% থেকে ১২% এবং গ্রীন ফ্যাক্টরির ক্ষেত্রে ১৪% থেকে ১০% (২০১৭); অন্যান্য খাতে ১৫%-৪৫% • উৎস কর প্রস্তাবিত ০.৬% থেকে ০.২৫%-এ নির্ধারণ (২০১৯) • অগ্নি নিরাপত্তার সরঞ্জাম আমদানিতে ৫% ডিউটি নির্ধারণ (২০১৬) • বন্দর সেবা গ্রহণে নির্ধারিত ১৫% ভ্যাট মওকুফ (২০১৮) • নতুন বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে ৪% নগদ সহায়তাসহ তিন ক্ষেত্রে মোট নগদ সহায়তা ১০% থেকে ১২% উন্নীত (২০১৮) ➢ **বন্ডেড ওয়্যারহাউসের মাধ্যমে প্রাপ্ত মোট সুবিধার ৪৪,৮১০ কোটি টাকার ৯৬% (৪৩,০১৮ কোটি) তৈরি পোশাক খাতকে প্রদান এবং অতিরিক্ত আমদানির ক্ষেত্রে নিয়মে শিথিলতা (২০১৮)** ➢ **বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নেওয়ার সীমা বৃদ্ধি (২ কোটি ডলার)** ➢ **তৈরি পোশাক খাতের পরিবহন ব্যয়, ল্যাবরেটরি টেস্ট, তথ্য প্রযুক্তি ব্যয় ও শ্রমিক কল্যাণ ব্যয় সম্পূর্ণ ভ্যাটমুক্ত করা (২০১৯)**	➢ **উৎস করের ক্ষেত্রে আয়ের পরিবর্তে কার্যাদেশের ওপর কর্তন** - মালিকপক্ষ কর্তৃক নেতিবাচক হিসেবে বিবেচনা ➢ **সংসদে উত্থাপিত শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির তালিকায় ২৬টি প্রতিষ্ঠান এ খাতভুক্ত এবং পোশাক খাতের খেলাপি ঋণ ১০,৭৯০ কোটি টাকা** ➢ **সম্পূরক শিল্পে নীতি সহায়তায় ঘাটতি** • দেশি কাপড় ব্যবহারে রপ্তানির ৪% নগদ সহায়তার অর্থ প্রাপ্তিতে ৩-৪ বছরের দীর্ঘসূত্রতা এবং অর্থপ্রাপ্তির জন্য ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ • অনেক ক্ষেত্রে শুল্কমুক্ত সুবিধায় আনা কাপড় ও সূতা দেশীয় বাজারে বিক্রির ফলে সম্পূরক শিল্পের ঝুঁকি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন (২০১৪) এবং বিকেন্দ্রিকরণ	➢ ৮টি বিভাগীয় ও ২৩টি আঞ্চলিক কার্যালয়ে লাইসেন্স অনুমোদন ও পরিদর্শন ক্ষমতা প্রদান (২০১৪)	➢ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জন্য আইএলও'র সহযোগিতায় এসওপি তৈরির গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন সম্পন্ন না হওয়া (২০১৫)
শ্রম পরিদপ্তকে অধিদপ্তরে উন্নয়ন (২০১৭)	➢ কার্যক্রম পরিচালনায় আইএলও'র সহযোগিতায় ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং এন্টি ইউনিয়ন ডিসক্রিমিনেশন এসওপি প্রণয়ন (২০১৮)	➢ শক্তিশালী যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ না থাকায় সালিশি কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হওয়া
রাজউকের কার্যক্রম বিকেন্দ্রিকরণের উদ্যোগ (২০১৬)	➢ রাজউকের কার্যক্রম ৮টি জোনে বিভক্ত করে ২৪টি সাব-জোনে কার্যক্রম পরিচালনা, জোন পর্যায়ে ভবন তৈরির অনুমোদনের ক্ষমতা প্রদান (২০১৫)	➢ অনেক ক্ষেত্রে রাজউকভুক্ত অঞ্চলে রাজউকের এখতিয়ারকে পাশ কাটিয়ে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ভবন নকশা অনুমোদনের অভিযোগ ➢ রাজউক কর্তৃক স্বপ্রণোদিতভাবে এ ধরনের নকশা তদারকি ও ভবন পরিদর্শন না করার অভিযোগ

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর, রাজউক ও ফায়ার সার্ভিসের পরিদর্শক সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ	➢কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরে ৩১২ জন পরিদর্শক নিয়োগ (২০১৯) ➢ফায়ার সার্ভিসের ২১৮ জন ওয়্যারহাউস ইন্সপেক্টর নিয়োগ (২০১৮) ➢রাজউকের ৪৮ জন পরিদর্শক ও ১৫৩ জন সহকারি পরিদর্শক নিয়োগ (২০১৯) ➢শ্রম অধিদপ্তরে ৪ জন শ্রম কর্মকর্তা নিয়োগ (২০১৭)	➢কলকারখানা অধিদপ্তরে অভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞ কর্মকর্তা না থাকায় এবং নিয়োগের অনুমতি না পাওয়ায় ১৪৭টি বিশেষজ্ঞ পরিদর্শক পদ পূরণ না হওয়া - ৮০ লক্ষ প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিদর্শক সংখ্যা (৬৫২) অপ্রতুল ➢শ্রম অধিদপ্তরের নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না হওয়ায় দীর্ঘদিন শ্রম কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান সম্ভব না হওয়া ➢২০টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রে ডাক্তার নিয়োগ না করা
দক্ষতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ	➢কলকারখানা প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের ৬৪০ জনের ফাউন্ডেশন, ৩৬০ জনের আইন ও সেফটি সংক্রান্ত এবং ৪৪ জনের বিদেশে প্রশিক্ষণ (২০১৯) ➢শ্রম অধিদপ্তরের ৯ জনের বিদেশে এবং আইএলওর সহযোগিতায় ৬৭ জনকে দেশে প্রশিক্ষণ (২০১৯)	➢গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি, আইন ও অধিকার, মালিক-শ্রমিক সম্পর্কোন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ না পাওয়া ➢শ্রম অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণে সনাতন মডিউল ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার; যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের অভাব
প্রতিষ্ঠানসমূহে লজিস্টিকস বৃদ্ধির উদ্যোগ	➢ফায়ার সার্ভিসের ১৬০ কোটি টাকার ফায়ার ফ্লোট, পানিবাহি গাড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১৮)	➢শিল্পাঞ্চলে ১১টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ না হওয়া ➢৩০ মিটার উচ্চতার উর্ধ্বে কোনো ভবনের অগ্নি নির্বাপণে ফায়ার সার্ভিসের লজিস্টিকস ঘাটতি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাইজেশন করার উদ্যোগ	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরের কার্যক্রম ডিজিটাইজড ব্যবস্থায় পরিচালনার জন্য ২০১৭ সালে 'লেবার ইনসপেকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যাপলিকেশন (LIMA)' এবং 'রিমেডিয়েশন ট্রাকিং মডিউল (আরটিএম)' প্রবর্তন (২০১৮) ➢ কলকারখানা অধিদপ্তর, শ্রম অধিদপ্তর ও রাজউকে ই-ফাইলিং এর প্রচলন (২০১৭) ➢ কারখানা লাইসেন্স ও নবায়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন গ্রহণে অনলাইন সেবা প্রচলন (২০১৫) ➢ রাজউকের ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্র ও নকশা অনুমোদনে অনলাইন সেবার প্রচলন (২০১৬); ভূমি ব্যবহার ছাড়পত্রের ক্ষেত্রে অনলাইন সেবা গ্রহণে অগ্রগতি (২০১৮)	➢ কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অনলাইন সেবা গ্রহণে সেবাগ্রহীতাদের দক্ষতার ঘাটতি, সেবার প্রচারণার ঘাটতি ➢ লিমা (LIMA) পরিচালনায় সমন্বয়ের ঘাটতি - ফ্যাক্টরি হতে প্রয়োজনীয় নথি প্রদানে অনাগ্রহ ➢ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে অনলাইনে নথি সংযুক্ত করা সত্ত্বেও ম্যানুয়ালি নথি প্রদানে জোর দেওয়ায় বাড়তি বিড়ম্বনা ➢ রাজউকের অনলাইন সেবা গ্রহণে প্রচারণার ঘাটতি; নকশা অনুমোদনের সেবা গ্রহণে সাড়া কম; অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অনলাইনের পরিবর্তে ম্যানুয়ালি সেবাগ্রহণ করতে উৎসাহ প্রদান ➢ বিজিএমইএ'র হেল্পলাইন সেবার প্রচারণার ঘাটতি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে সমন্বয়	➢ **বিভিন্ন সমস্যা (শ্রম বিরোধ, খাতের উন্নয়ন) সমাধানে সরকার, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সমন্বয়ে ছয় সদস্যের ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠিত (২০১৫)** • ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক কাউন্সিলের ৫টি সভার আয়োজন (২০১৯) • কাউন্সিলে আইএলও'র পর্যবেক্ষক হিসেবে ভূমিকা পালন (২০১৯) ➢ **আন্তর্জাতিক পরিণ্ডলে আলোচনা ও বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও কর্মসংস্থান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য ও ইউরোপিয়ান দেশের পর্যায়ভিত্তিক প্রতিনিধি সম্বলিত "৩+৩+২" নামক গ্রুপ তৈরি (২০১৬)** ➢ **সরকার কর্তৃক এ খাতের উন্নয়নে দীর্ঘ, মধ্যম ও স্বল্প পর্যায়ের খসড়া কৌশলপত্র তৈরি (২০১৭)**	➢ **ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর না থাকা** • ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল ও ক্রাইসিস কমিটির কার্যপদ্ধতি পরিষ্কার না থাকায় ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের প্রয়োজনীয়তা অনেক ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক উপেক্ষিত • সাম্প্রতিক (২০১৯) শ্রমিক আন্দোলনের সময় রানা প্লাজা পরবর্তী গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিলের পরিবর্তে সরকার গঠিত ত্রিপক্ষীয় কমিটির সাথে আলোচনা • আলোচনা সভা কার্যকর না হওয়া - লোক দেখানো আলোচনা সভা আয়োজনের অভিযোগ • অনেক ক্ষেত্রে সভায় শ্রমিক নেতাদের এজেন্ডা গ্রহণ না করার অভিযোগ ➢ **রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তীতে গৃহীত উদ্যোগ বাস্তবায়নে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমন্বয়হীনতা -** ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, রিমেডিয়েশন কার্যক্রমে আর্থিক চাহিদা নিরূপণ, গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: কারখানা নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
দেশি ও বিদেশি অংশীজন কর্তৃক কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে কারখানা পরিদর্শন ও সংস্কারে সমন্বিত কার্যক্রমের উদ্যোগ	➢ জাতীয় উদ্যোগ, অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্স কর্তৃক তালিকাভুক্ত প্রায় সকল কারখানায় (৪৩৪৬টি) প্রাথমিক পরিদর্শন ➢ সমন্বিত উদ্যোগের ৭৩% (২২০৭) কারখানার সংস্কারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি • অ্যাকর্ডভুক্ত ৯২%, অ্যালায়েন্সভুক্ত ৯৮%, জাতীয় উদ্যোগের ৪.৫% কারখানার ৭০%-১০০% (প্রায় ৭৪%) সংস্কার অগ্রগতি • জাতীয় উদ্যোগভুক্ত ২৬% কারখানার ৩০%-৩৫% কারেকটিভ অ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন	➢ সমন্বিত উদ্যোগের প্রায় ২৬% (৮৩২টি) কারখানার অগ্রগতি ৫০% এর নিচে, যার অধিকাংশ কারখানা জাতীয় উদ্যোগে পরিচালিত (৭১১) ➢ জাতীয় উদ্যোগভুক্ত কারখানাসমূহের সংস্কারে ধীরগতি • আর্থিক সক্ষমতার অভাব এবং ভাড়া ভবনে অবস্থিত ৪০৭টি কারখানা সংস্কারে কৌশলগত চুক্তি না থাকা • মালিকদের অসহযোগিতা ও অনীহা • অধিকাংশ ফ্যাক্টরির সাবকন্ট্রাক্ট ব্যবস্থায় কাজ করা ➢ বিজিএমইএ কর্তৃক সরকারি নির্দেশনা না মেনে ২০০ নন-কমপ্লায়েন্ট কারখানায় ইউডি (ইউটিলাইজেশন ডিক্লারেশন) সুবিধা অব্যাহত রাখা ➢ বিভিন্ন কারণে অ্যাকর্ড, অ্যালায়েন্স ও জাতীয় উদ্যোগভুক্ত মোট ১১৭১টি (পরিদর্শনকৃত কারখানার ২৭%) কারখানাসহ ১২৫০টি কারখানা বন্ধ বা ক্ষতিগ্রস্ত - প্রায় ৪ লক্ষ শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতি; যদিও বিজিএমইএ'র তথ্যমতে, ৮২০টি নতুন কারখানায় ৬.৫ লক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান (২০১৮-১৯) ➢ নতুন বা স্থানান্তরিত ৯৫০টি কারখানা এখনও কোনো পরিদর্শন কার্যক্রমে যুক্ত না হওয়া

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: কারখানা নিরাপত্তা

মূল্যায়ন	অ্যাকর্ড (কারখানা সংখ্যা)	অ্যালায়েন্স (কারখানা সংখ্যা)	জাতীয় উদ্যোগ (কারখানা সংখ্যা)	মোট
প্রাথমিক তালিকাভুক্তি	২০৯৬	৮৫০	১৫৩৯	৪৪৮৫
প্রাথমিক পরিদর্শন সম্পন্ন	২০২২	৭৮৫	১৫৩৯	৪৩৪৬
পরিদর্শন না হওয়া	৭৫	০	০	৭৫
তালিকা পরিবর্তন	১৪২	২২	১৯৬	৩৬০
ব্যবসা/কারখানা বন্ধ	৩৯৫	১৭৮	৫৯৮	১১৭১
বর্তমান ফলো-আপভুক্ত কারখানা	১৬৮৮	৬৫৪	৭৪৫	৩০৮৭
অগ্রগতি সম্পন্ন (৯০-১০০%)	৯৮০	৪২৮	০	১৪০৮ (৪৬%)
অগ্রগতি চলমান (৭০%-৯০%)	৫৭৭	২২২	৪৮	৮৪৭ (২৮%)
ধীর অগ্রগতি (০%-৫০%)	১৩১	৪	৬৯৭	৮৩২ (২৬%)

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: কারখানা নিরাপত্তা (সমন্বিত উদ্যোগ)

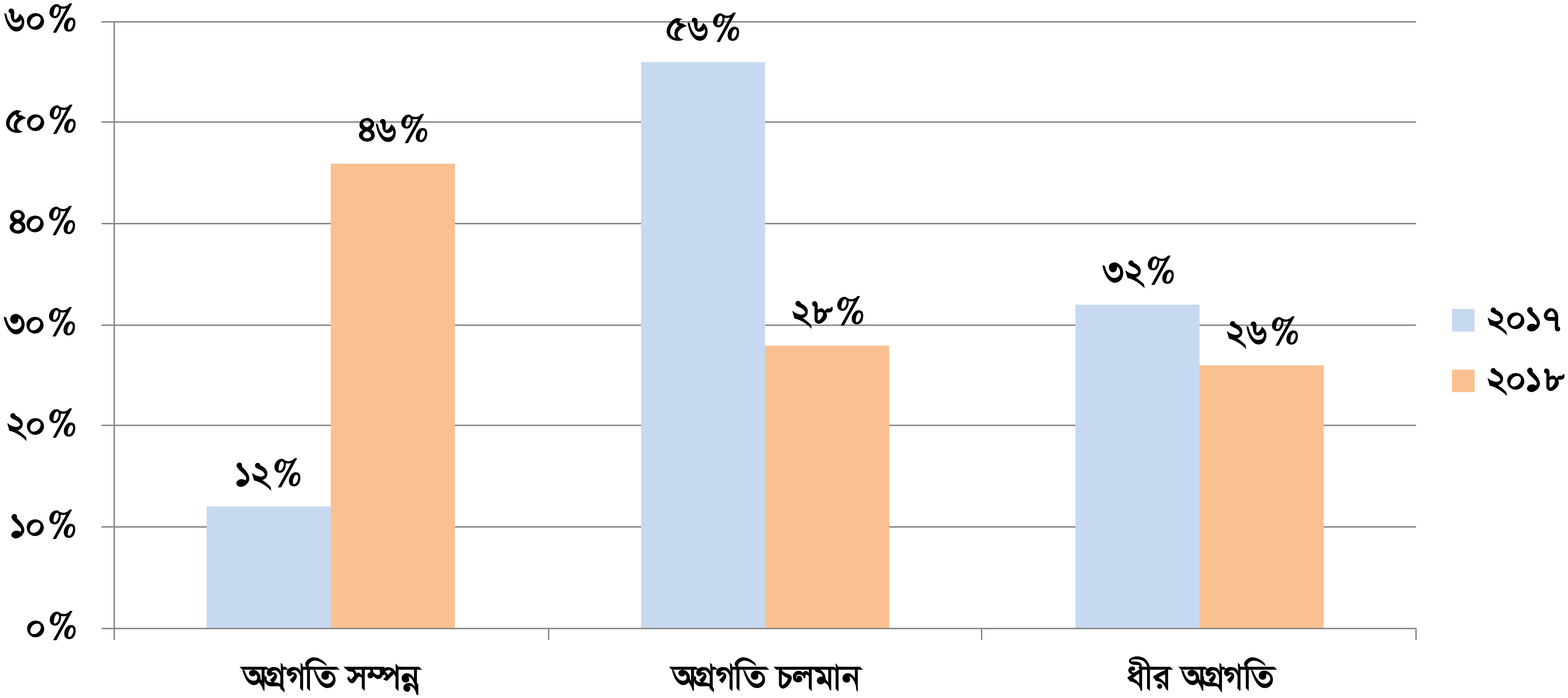

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: কারখানা নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক কারখানা সংস্কারে তহবিল গঠনের উদ্যোগ	➢ জাইকা কর্তৃক কারখানা সংস্কারের জন্য ২৭৪ কোটি টাকার, সবুজ ও টেকসই কারখানার জন্য এডিবি'র ২০ মিলিয়ন ডলার, আইএফসি'র ৪০ মিলিয়ন ডলার এবং সরকারের ৪০ মিলিয়ন ডলারের তহবিল গঠন (২০১৮-২০১৯) ➢ অ্যাকর্ড কর্তৃক পাঁচটি ফ্যাক্টরিতে প্রায় ৫ লাখ ডলারের আর্থিক সহযোগিতা (২০১৮) ➢ ইউএস গ্রীন বিল্ডিং হতে ৬৭টি কারখানার সনদ প্রাপ্তি এবং ২২৭টি কারখানা সনদের জন্য নিবন্ধিত (২০১৮)	➢ যথাযথ ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে জাইকা'র তহবিল দীর্ঘদিন ধরে কাজে লাগাতে না পারা ➢ গ্রীন ফ্যাক্টরিতে কার্যাদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে বায়ার কর্তৃক যথোপযুক্ত মূল্য প্রদান না করা - গ্রীন ফ্যাক্টরি তৈরিতে নিরুৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি
পোশাক পল্লী তৈরির উদ্যোগ	➢ দুই বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে মিরসরাইয়ে ৫০০ একর জমিতে পোশাক পল্লী নির্মাণ কাজ চলমান (২০১৮) • বিজিএমইএ কর্তৃক ভূমির মূল্য বাবদ ১০০ কোটি টাকা বেজাকে প্রদান (২০১৯) • ৪৪১ একর জমির জন্য ৭০টি কোম্পানি কর্তৃক টাকা জমা দেওয়া (২০১৯) • অল্প খরচে ও সহজ কিস্তিতে প্লট বরাদ্দের সুযোগ	➢ সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর ও ছোট কারখানাসমূহের পুনর্বাসনের জন্য সরকারের পোশাক পল্লী তৈরির পরিকল্পনার অগ্রগতি না হওয়া ➢ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানার জন্য গাইডলাইন তৈরির কোনো অগ্রগতি না হওয়া

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: কারখানা নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
বায়ার প্রতিষ্ঠানের সংস্কার কার্যক্রমের মেয়াদ পরবর্তী সরকারি উদ্যোগে সংস্কার কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল (আরসিসি) গঠনের উদ্যোগ	➢ ১৪ মে ২০১৭ তারিখে আরসিসি'র প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু • সরকারের পাঁচটি দপ্তর (কলকারখানা অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস, গণপূর্ত অধিদপ্তর, রাজউক, বৈদ্যুতিক উপদেষ্টা ও প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর এবং তিনটি টাস্কফোর্সের সমন্বয়ে কার্যক্রম পরিচালনা • আরসিসি'র কার্যক্রম পরিচালনায় সরকার কর্তৃক ৮৩ জন প্রকৌশলীসহ মোট ১৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়োগ (২০১৯) ➢ আইএলও কর্তৃক আরসিসি'র কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য তহবিল গঠন ও ৪৭ জন বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী নিয়োগ (২০১৮) ➢ অ্যাকর্ডের ১০০% সংস্কার কাজ সম্পন্ন করা এবং নন-ব্রান্ড ২০টি কারখানা আরসিসিতে হস্তান্তর (২০১৯)	➢ সংস্কার বাস্তবায়নে আরসিসি'র কারিগরি ও আর্থিক সক্ষমতা, স্বচ্ছতা ও মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণের ঘাটতি • পরিদর্শন কার্যক্রম পরিচালনায় পরিবহন সুবিধা না থাকা • মালিকপক্ষের প্রভাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রতার ঝুঁকির কারণে বায়ারদের আস্থার অভাব ➢ আরসিসি পরিচালনায় আর্থিক সক্ষমতা, বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং স্থায়ী প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরিতে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অভাব ➢ আরসিসি'র সক্ষমতা নিরূপণ ও অ্যাকর্ড-এর কার্যক্রম হস্তান্তরের উপযুক্ত সময় নির্ধারণের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ (ট্রানজিশনাল মনিটরিং কমিটি- অ্যাকর্ড, বিজিএমইএ, আইএলও ও সরকার) ব্যবস্থায় মালিকপক্ষকে সংযুক্তকরণ এবং নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ না রাখায় মালিকপক্ষের প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি ➢ অ্যালায়েন্সের কার্যক্রম শেষে পরিদর্শনকৃত কারখানাসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে আরসিসি কর্তৃপক্ষের কাছে না দেওয়া

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: জবাবদিহিতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
জবাবদিহিতা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শনে জবাবদিহিতা নিশ্চিতে অতিরিক্ত মহাপরিদর্শকের নেতৃত্বে মনিটরিং টিম গঠন এবং ডিজিটাল মনিটরিং ব্যবস্থা (২০১৮) • জেলা পর্যায়ে গণশুনানী আয়োজন (২০১৮) • পরিদর্শন ৩৪৬৮; মামলা দায়ের ৫২ (২০১৮-১৯) • অভিযোগ গ্রহণ ২৯৮৫, নিষ্পত্তি ২০৮৮ (৭০%) (২০১৫ থেকে মার্চ, ২০১৯) ➢ শ্রম অধিদপ্তরে অভিযোগ গ্রহণ ১৯, নিষ্পত্তি ১২ (৬৩%); শ্রম বিরোধ ৪৫, নিষ্পত্তি ৩২ (৭১%) (২০১৮-১৯) ➢ বিজিএমইএ'র আরবিট্রেশন সেলে অভিযোগ গ্রহণ ১৩৫৭, নিষ্পত্তি ১২৫২ (৯২%); ২৭৪১ শ্রমিকের ১ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকার পাওনা আদায় (২০১৮-১৯) ➢ বায়িং হাউজসমূহের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক খসড়া নীতি তৈরি (২০১৮) ➢ কমপ্লায়েন্ট কারখানাসমূহে অভিযোগ বাক্স স্থাপন	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরের দায়েরকৃত ৪৯৪৭টি মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া - মামলা জট ও দীর্ঘসূত্রতা (২০১৩-২০১৯) ➢ কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের অধীন বিভাগীয় দপ্তরসমূহে জবাবদিহিতার ঘাটতি ➢ হেল্পলাইন সেবার প্রচারণা না থাকা - অধিকাংশ শ্রমিকের সরকারি অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে ধারণা না থাকা • অধিকাংশ শ্রমিক অভিযোগের মাধ্যমে শুধুমাত্র পাওনা বেতন পেলেও অন্যান্য সুবিধা না পাওয়া • নির্ধারিত সময়ের (১৫ দিন) মধ্যে অভিযোগ সম্পন্ন করতে না পারা ➢ বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিরোধ নিষ্পত্তি সেল গঠনের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন না হওয়া ➢ কিছু কারখানায় অভিযোগ বাক্সে অভিযোগ প্রদানকারীকে চিহ্নিত করতে পারলে ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের দ্বারা নিপীড়ন

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: স্বচ্ছতা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরে কারখানার পরিদর্শনকৃত তথ্যের ডাটাবেজ তৈরি (২০১৭) ➢ শ্রম অধিদপ্তরে নিবন্ধিত ট্রেড ইউনিয়নের ডাটাবেজ তৈরিসহ সাধারণের জন্য সহজে প্রবেশযোগ্য ডাটাবেজ তৈরির কার্যক্রম চলমান (২০১৮-১৯) ➢ কারখানাসমূহের সকল প্রকার তথ্য সন্নিবেশিত করার জন্য “ডিজিটাল ফ্যাক্টরি ম্যাপিং ফর আরএমজি ইন বাংলাদেশ” নামক প্রকল্প গ্রহণ (২০১৯) ➢ ৩১টি বায়ার কর্তৃক সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন প্রায় ২৫০০ কারখানার তথ্য প্রকাশ (২০১৮) ➢ বিজিএমইএ'র অর্থায়নে তৈরি ডাটাবেজে এখন পর্যন্ত ৩৭ লক্ষ ৬৬ হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর বায়োমেট্রিক তথ্য সন্নিবেশিত (২০১৯)	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে সংস্কার কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ না করা ➢ অধিকাংশ (প্রায় ৭৫০টি) বায়ার কর্তৃক এখনও সাপ্লাই চেইনে পণ্য উৎপাদন করে এমন কারখানার তথ্য প্রকাশ না করা ➢ অনেক ক্ষেত্রে কমপ্লায়েন্ট কারখানা কর্তৃক শ্রমিকদের বেতন প্রদানে পে-স্লিপ না দেওয়া ➢ কিছু কারখানার বিরুদ্ধে বিজিএমইএ তৈরিকৃত সেন্ট্রাল ডাটাবেজের বায়োমেট্রিক তথ্যের অপব্যবহার - শ্রমিক ব্ল্যাকলিস্ট করা এবং কারখানার প্রবেশদ্বারে নাম টাঙ্গিয়ে দেওয়া; এক কারখানার চাকুরিচ্যুত শ্রমিক অন্য কারখানায় উপেক্ষিত হওয়া

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
মজুরি বোর্ড গঠনের মাধ্যমে মজুরি পর্যালোচনা এবং ন্যূন্যতম মজুরি নির্ধারণ	➢ ২০১৩ সালে ৭৬% মজুরি বৃদ্ধি করে ন্যূনতম মজুরি ৫৩০০ টাকা এবং ২০১৮ সালে ৬৬% বৃদ্ধি করে ৮০০০ টাকা নির্ধারণ (২০১৯) ➢ শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষিতে ৬টি গ্রেডে পুনরায় মূল মজুরি বৃদ্ধি ➢ অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রদান	➢ অধিকাংশ সাবকন্ট্রাক্টনির্ভর কারখানায় ন্যূনতম মজুরি প্রদান না করা ➢ দাবী অনুযায়ী বিভিন্ন গ্রেডে মূল মজুরি বৃদ্ধি ২৩-৩৬% হলেও প্রকৃত হিসেবে ২০১৩ সালের তুলনায় ২০১৮ সালে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তা গড়ে প্রায় ২৬% কম • মজুরি নির্ধারণে বৎসরিক ৫% ইনক্রিমেন্ট-এর বিধান প্রয়োগ না করা • শ্রমিকের উৎসব ভাতা, ওভারটাইমের মজুরি, এবং ছাটাই বা অবসরকালীন আইনানুগ পাওনার পরিমাণ কমে যাওয়া • গ্রেড নির্ধারণে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি না থাকা এবং মালিকপক্ষের ইচ্ছানুযায়ী গ্রেড নির্ধারণ ➢ তুলনাযোগ্য দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি কম - বাংলাদেশ ১০১ , কম্বোডিয়া ১৯৭, ভারত ১৬০, ভিয়েতনাম ১৩৬, ফিলিপাইন ১৭০ ডলার ➢ অসঙ্গত মজুরি বৃদ্ধির কারণে সংঘটিত শ্রমিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পাঁচ হাজার শ্রমিককে আসামি করে প্রায় ৩৫টি মামলা দায়ের এবং অন্যান্য হয়রানি • প্রায় ১৬৮টি কারখানার প্রায় ১০ হাজার শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করা • ৪০ বছর উর্ধ্ব শ্রমিক এবং নানা অজুহাতে শ্রমিকদের চাকুরিচ্যুতি এবং জোর করে ইস্তাফাপত্রে সাক্ষ্য নেওয়ার অভিযোগ • গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় চাকুরিচ্যুতির ভয় দেখিয়ে কাজ করানো ➢ মজুরি বৃদ্ধিতে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেলেও বায়ারদের পণ্যের মূল্য বৃদ্ধিতে অনাগ্রহ

সর্বশেষ ঘোষিত মজুরী (১৪.০১.২০১৯) পর্যালোচনা (মূল মজুরী)

হিসাবসমূহ টাকার অংকে প্রদত্ত

গ্রেড	ডিসেম্বর' ১৩ তে ঘোষিত মূল মজুরী	প্রতিবছর ৫% হারে ইনক্রিমেন্টসহ ২০১৮ এ মূল মজুরী	২৫.১২.২০১৮ তারিখে ঘোষিত নতুন মূল মজুরী (ঘোষিত বৃদ্ধির হার)	বাস্তবে মূল মজুরী বৃদ্ধি / হ্রাস হয়েছিল	১৪.০১.২০১৯ তারিখে সংশোধিত ঘোষণা অনুসারে নতুন মূল মজুরী	বর্তমানে মূল মজুরীর প্রকৃত বৃদ্ধি	৫% ইনক্রিমেন্টসহ ২৫.১২.২০১৮ তারিখের ঘোষণা অনুসারে নতুন মূল মজুরী হওয়া উচিত	অর্জিত ইনক্রিমেন্ট যুক্ত না করায় মূল মজুরী হ্রাস (মজুরী হ্রাসের হার)
১	৮৫০০	১০৮৪৮	১০৪৪০ (২৩%)	-৪০৮	১০৯৩৮	৯০	১৩৩৪৩	২৪০৫ (২৮%)
২	৭০০০	৮৯৩৪	৮৫২০ (২১%)	-৪১৪	৯০৪৪	১১০	১০৮১৪	১৭৭০ (২৫%)
৩	৪০৭৫	৫২০১	৫১৬০ (২৬%)	-৪১	৫৩৩০	১২৯	৬৫৫৩	১২২৩ (২৫%)
৪	৩৮০০	৪৮৫০	৪৯৩০ (২৯%)	৮০	৪৯৯৮	১৪৮	৬২৫৬	১২৫৮ (৩৩%)
৫	৩৫৩০	৪৫০৫	৪৬৭০ (৩২%)	১৬৫	৪৬৮৩	১৭৮	৫৯৪৬	১২৬৩ (৩৫%)
৬	৩২৭০	৪১৭৩	৪৩৭০ (৩৩%)	১৯৭	৪৩৮০	২০৭	৫৫৫০	১১৭০ (৩৫%)
৭	৩০০০	৩৮২৯	৪১০০ (৩৬%)	২৭১	৪১০০	২৭১	৫২০৭	১১০৭ (৩৬%)

প্রধান পোশাক রপ্তানিকারক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরির তুলনামূলক চিত্র

দেশ	জিডিপি পার ক্যাপিটা (পিপিপি)	ন্যূনতম মজুরি (ডলার)	অন্যদেশের তুলনায় বাংলাদেশের ন্যূনতম মজুরি যা হওয়া উচিত
ভারত	৬০৯২	১৬০	৯৩
পাকিস্তান	৪৮৬৬	৯৪	১২৮
কম্বোডিয়া	৩৪৬৩	১৯৭	২০২
ফিলিপাইন	৭২৩৬	১৭০	৮৩
ভিয়েতনাম	৫৯৫৫	১৩৬	৮১
বাংলাদেশ	৩৫৬৬	১০১	---

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑ প্রতিদিন শ্রমিকের মতামতের উপর ভিত্তি করে ২ ঘন্টা অতিরিক্ত কর্মঘন্টা নির্ধারণের বিধান ❑ আইনে মজুরিসহ বাৎসরিক ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি এবং উৎসবকালীন ছুটির বিধান	➢ অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় অতিরিক্ত কর্মঘন্টার পাওনা নিয়ম অনুযায়ী প্রদান ➢ অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় শ্রমিকের অর্জিত ছুটির বিপরীতে প্রাপ্য অর্থ প্রদান	➢ শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এর ধারা ১০৪ ও ১০৫ এ প্রয়োজনে শ্রমিক প্রতিনিধি বা অংশগ্রহণকারী কমিটির সাথে আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিকদের প্রাপ্য ছুটির দিনে কাজ করা এবং অতিরিক্ত কর্মঘন্টা বৃদ্ধির আইনি বিধান - শ্রমিকের ছুটি প্রাপ্তির অধিকার ঝুঁকির সম্মুখীন ➢ গবেষণার আওতাভুক্ত অধিকাংশ কারখানায় মজুরি বৃদ্ধির জন্য উৎপাদন টার্গেট প্রায় ৩০-৩৬% বৃদ্ধি • অধিকাংশ কারখানায় টার্গেট পূরণের চাপে শ্রমিকরা টয়লেটে যেতে কিংবা কাজ থেকে উঠতে পারে না • কোনো কোনো কারখানা টার্গেট পূরণ না হলে মজুরিবিহীন অতিরিক্ত সময়ে কাজ করায় • অধিকাংশ কারখানার বিরুদ্ধে শ্রমিকদের সাথে খারাপ ব্যবহার ও গালমন্দ করার অভিযোগ ➢ অধিকাংশ শ্রমিক তার প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে ধারণা রাখে না; কারখানাগুলো প্রাপ্য ছুটি সম্পর্কে জানায় না কিংবা ছুটি প্রদান করে না

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑ প্রসূতিকালীন সুবিধায় প্রাপ্ত ছুটি প্রদানে উদ্যোগ ❑ স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে উদ্যোগ	➢ **অধিকাংশ কমপ্লায়েন্ট কারখানায় প্রসূতিকালীন সুবিধা প্রদান** - প্রসব পূর্ব ৮ সপ্তাহ আগে প্রাপ্ত সুবিধা প্রদান (২০১৯) ➢ **শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র ২৯টি থেকে ৩২টিতে উন্নীত** • স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে "শ্রমিকের স্বাস্থ্য কথা" নামক অ্যাপস তৈরি ➢ **৫০০০ শ্রমিকের অধিক ৮০% কারখানাসমূহে স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন** (২০১৭) ➢ **অধিকাংশ কারখানায় কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ** - অধিকাংশ শ্রমিকের কল্যাণ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদেয় সেবার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব	➢ **কোনো কোনো কারখানার বিরুদ্ধে এখনও প্রসূতিকালীন সময়ে শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার অভিযোগ** ➢ **অধিকাংশ নারী শ্রমিকের উৎপাদন টার্গেটের চাপের কারণে মানসিক ও শারিরীক অসুস্থতা এবং কর্মঅনীহা সৃষ্টি** ➢ **২৯টি শ্রমকল্যাণ কেন্দ্র পুরনো বৃহৎ শিল্প স্থান বিবেচনায় তৈরির ফলে বর্তমানে গড়ে ওঠা শিল্প নিবিড় স্থানে কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারা - শ্রম অধিদপ্তরের প্রদেয় সেবা (স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন) হতে শ্রমিকদের বঞ্চিত হওয়া** ➢ **অনেক ক্ষেত্রে আইনগতভাবে যে হারে কল্যাণ কর্মকর্তা নিয়োগ দেওয়ার কথা তা না দেওয়া** - একটি বড় কারখানায় একজন কল্যাণ কর্মকর্তা যথেষ্ঠ নয়

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশনের উদ্যোগ	➢ ২০১৮ সালে নিবন্ধিত ১০২টিসহ বর্তমানে ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ৭৫৩টি (২০১৯) ➢ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রমে সহযোগিতার জন্য ৬৪ সদস্যবিশিষ্ট ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল গঠন (২০১৮)	➢ কারখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের জরিপ অনুযায়ী মাত্র ৩% কারখানায় ট্রেড ইউনিয়নের উপস্থিতি ➢ মালিকপক্ষ নিয়ন্ত্রিত অধিকাংশ ইউনিয়ন (পকেট ইউনিয়ন) ➢ নেতৃত্বের কোন্দল ও রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি ➢ ট্রেড ইউনিয়নের সাথে জড়িত কর্মীদের চাকুরিচ্যুতি, স্থানীয় মাস্তান ও ঝুট ব্যবসায়ীদের দ্বারা হুমকি, মারধর ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ
শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ ৬ মাসের মধ্যে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি গঠনের বিধান	➢ ২৩৮৬টি (প্রায় ৭৫%) কারখানায় সেফটি কমিটি গঠিত (২০১৯); ২০১৮ সালে মাত্র ৯০৯টি (১৬%) কারখানায় এ কমিটি গঠিত হয়েছিল	➢ কোনো ক্ষেত্রে কারখানা পর্যায়ে সেফটি কমিটি কার্যকর না থাকা এবং নিয়মিতভাবে (প্রতিমাসে) ফায়ার ড্রিল না হওয়া
শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৩ আইন অনুযায়ী পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠনে নির্বাচনের বিধান	➢ কারখানাসমূহে নির্বাচনের মাধ্যমে ১২১০টি (৪০%) পার্টিসিপেটরি কমিটি গঠন (২০১৯)	➢ অধিকাংশ ক্ষেত্রে পার্টিসিপেটরি কমিটি কার্যকর না হওয়া - যৌথ দরকষাকষি ব্যর্থ হওয়ার ঝুঁকি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
❑ প্রতিটি রপ্তানি কার্যাদেশের ০.০৩ শতাংশ কর্তনের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় তহবিল গঠন ❑ শ্রম বিধিমালা ২০১৫-এ গ্রুপ বীমা বাধ্যতামূলক করা	➢ সরকার কর্তৃক কেন্দ্রিয় তহবিল ও দুর্ঘটনাজনিত বীমার সমন্বয়ে দুর্ঘটনা কবলিত প্রত্যেক শ্রমিককে ৫ লাখ টাকা প্রদানের উদ্যোগ • ২৮৪২ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে, বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ ৩টি কারখানার শ্রমিদের পাওনা বেতন, ১৫৯ জন অসুস্থ শ্রমিককে চিকিৎসা সহায়তা এবং ১৫৯ জন শ্রমিকের মেধাবী সন্তানদের শিক্ষাবৃত্তি বাবদ মোট ৫৭ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা প্রদান • স্থিতি এফডিআরসহ ৯১ কোটি টাকা (মার্চ ২০১৯) ➢ নতুন অ্যাকর্ডে চাকুরিচ্যুত শ্রমিককে ক্ষতিপূরণের বিধান	➢ কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিলের আপদকালীন হিসাব থেকে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম এবং বিজিএমইএ সদস্যভুক্ত বন্ধ কারখানার শ্রমিকদের পাওনা বাবদ অর্থ পরিশোধের কারণে কল্যাণ তহবিলের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়া ➢ সরকারের অঙ্গীকার সত্ত্বেও ক্ষতিপূরণ বিষয়ক আইএলও কনভেনশন (১২১)-এ স্বাক্ষর না করা - শ্রম আইন (সংশোধন) ২০১৮-এ ক্ষতিপূরণ বৃদ্ধি পেলেও এখনও তা অপ্রতুল ➢ রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ একসাথে না দেওয়ায় ক্ষতিপূরণপ্রাপ্ত শ্রমিকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন না হওয়া- প্রায় ৫১% শ্রমিক বেকার ➢ অ্যালায়েন্স পরিদর্শনে প্রায় ১-১.৫ লক্ষ শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হলেও মাত্র দুটি কারখানার ৬৬৭৬ জন শ্রমিককে ক্ষতিপূরণ প্রদান - দায় এড়াতে কারখানা বন্ধের পরিবর্তে ব্যবসায়িক সম্পর্ক ছিন্নকরণ ➢ রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত মামলার ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চ গঠন - পরবর্তীতে বেঞ্চ ভেঙ্গে যাওয়ায় সময়োপযোগী ক্ষতিপূরণ নির্ধারণে ঝুঁকি সৃষ্টি

অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ: শুদ্ধাচার

উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ	অগ্রগতি	চ্যালেঞ্জ
সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহে শুদ্ধাচার চর্চায় উদ্যোগ	➢ কলকারখানা অধিদপ্তর ও শ্রম অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন ➢ কলকারখানা অধিদপ্তরের শাখা অফিসসমূহে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে প্রতিমাসে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও ফলোআপের ব্যবস্থা ➢ দুর্নীতি দমন কমিশনের সহায়তায় রাজউকের সকল সেলের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শুদ্ধাচার চর্চায় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ➢ শুদ্ধাচার চর্চার জন্য রাজউক ও কলকারখানা অধিদপ্তরে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রণোদনার ব্যবস্থা	➢ কলকারখানা অধিদপ্তরে কোনো কোনো ক্ষেত্রে লাইসেন্স অনুমোদনে ৫০-৬০ হাজার টাকা, নবায়নে ৫-৭ হাজার টাকা এবং মাস্টার লে-আউট অনুমোদনে ৫০-৭০ হাজার টাকা, লে-আউট সংশোধনে ১৫-২০ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ • কিছু ক্ষেত্রে কলকারখানা অধিদপ্তরের পরিদর্শক কর্তৃক অভিযোগ তদন্তে মালিকপক্ষের সামনে অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসাবাদ - শ্রমিক নিপীড়ন ও চাকুরিচ্যুতির অভিযোগ - অভিযোগ প্রদানে আস্থার ঘাটতি হওয়ার ঝুঁকি ➢ ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনে শ্রম অধিদপ্তরের কোনো কোনো কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ১০-১৫ হাজার টাকা নিয়মবহির্ভূতভাবে আদায়ের অভিযোগ ➢ কোনো কোনো শ্রম কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধনের আবেদন জমা হয়েছে এরূপ ভয় প্রদর্শনের মাধ্যমে মালিকপক্ষের কাছ থেকে ৫০ হাজার - ১.৫ লক্ষ টাকা ঘুষ আদায়ের অভিযোগ

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- রানা প্লাজা দুর্ঘটনার পরবর্তী ছয় বছরে সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সমন্বিত উদ্যোগের ফলে কারখানা নিরাপত্তা, তদারকি, শ্রমিকের মজুরি, সরকারি প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বেশ অগ্রগতি লক্ষণীয়
- মালিকপক্ষ কর্তৃক রপ্তানি বৃদ্ধি ও ব্যবসা টিকিয়ে রাখার বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া হলেও শ্রমিক অধিকার ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ে পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়নি
- সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে অগ্রগতি হলেও ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, পরিদর্শক নিয়োগ, অনলাইন সেবাসমূহ ব্যবহারবান্ধব করা, কারখানা পরিদর্শনের তথ্য প্রকাশে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা ইত্যাদি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ বিদ্যমান
- শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে আইনি সীমাবদ্ধতা এবং যৌথ দরকষাকষির পরিবেশ সৃষ্টিতে রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতির পাশাপাশি মালিকপক্ষের প্রভাব অব্যাহত - শ্রম আইন যতটা না শ্রমিক স্বার্থে প্রয়োগ হচ্ছে তার চেয়ে বেশি মালিকপক্ষ কর্তৃক এই আইনের সুবিধা নিয়ে শ্রমিক অধিকার ঝুঁকির মুখে ঠেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে প্রয়োগ হচ্ছে
- "ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ, ২০১৯" জারির মাধ্যমে ইপিজেডে অবস্থিত কারখানাসমূহে কর্মপরিবেশ উন্নয়নে কার্যকর বিধান প্রণয়ন করা হলেও শ্রমিক অধিকার নিশ্চিতে এখনও আইনি সীমাদ্ধতা বিদ্যমান
- শ্রমিকের চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা, দুর্ঘটনার জন্য পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ, সংগঠন করার অধিকার, অসুস্থতার জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যাশিত অগ্রগতি হয়নি

সার্বিক পর্যবেক্ষণ

- তৈরি পোশাক খাতের বিভিন্ন সমস্যা (শ্রমিক অধিকার ও শ্রম বিরোধ) সমাধানে মালিক, সরকার ও শ্রমিক প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর ভূমিকা না রাখায় এর উদ্দেশ্য সাধন না হওয়া
- বায়ার প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শনকৃত অধিকাংশ কারখানার নিরাপত্তা নিশ্চিত হলেও জাতীয় উদ্যোগের কারখানাসমূহে তেমন অগ্রগতি হয়নি - এক্ষেত্রে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে এ খাতের ওপর নেতিবাচক প্রভাবের ঝুঁকি বিদ্যমান
- বায়ার প্রতিষ্ঠানের মেয়াদ পরবর্তীতে কারখানা নিরাপত্তা টেকসইকরণে গঠিত রিমেডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেলের আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতার ঘাটতির কারণে নিরাপত্তাসহ অগ্রগতি যা হয়েছে তা টেকসই না হওয়ার ঝুঁকি
- মজুরি বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট আন্দোলন পরবর্তী বিভিন্ন অভিযোগে শ্রমিক ছাঁটাই ও মামলার মাধ্যমে শ্রমিকদের জন্য ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি
- তৈরি পোশাক খাতে বিভিন্ন নীতি সুবিধা প্রদান করা হলেও সম্পূরক শিল্পে নীতি সুবিধার ঘাটতি বিদ্যমান, যা এ খাতের টেকসই উন্নয়নে ঝুঁকি সৃষ্টি করছে
- সার্বিকভাবে আইন প্রয়োগে দীর্ঘসূত্রতার কারণে দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি, শ্রমিক অধিকার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে না

সুপারিশ

১	**তৈরি পোশাক খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় তদারকি ও সমন্বয়ের জন্য একক কর্তৃপক্ষ গঠন করতে হবে**
২	**শ্রম আইন ২০০৬ (সংশোধন ২০১৩ ও ২০১৮) এবং ইপিজেড শ্রম অধ্যাদেশ ২০১৯-এ বিদ্যমান ঘাটতি সংশোধন করতে হবে** • শ্রমিককে চাকুরিচ্যুত করার বিষয়ে নিয়োগকারীর একচ্ছত্র ক্ষমতা বিলোপ করা • শ্রমিকদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার আওতা বৃদ্ধি করা • মাতৃত্বকালীন ছুটির সময়সীমা ২৪ সপ্তাহ করতে হবে - এ ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী প্রাপ্য মজুরি মাতৃত্বকালীন সময়ে প্রতি মাসে ব্যংক আকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করতে হবে • সংগঠন করা ও যৌথ দরকষাকষির অধিকার ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হবে
৩	**দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় দায়েরকৃত মামলাসমূহের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে**
৪	**শ্রম অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে এবং সেবা নিশ্চিতে** • নিয়োগবিধি চূড়ান্ত করে পরিদর্শকসহ অন্যান্য জনবল নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে • শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রসমূহ তৈরি পোশাক শিল্পাঞ্চলসমূহে প্রতিস্থাপন করতে হবে • ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার ও শ্রমকল্যাণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ মডিউল ও যন্ত্রপাতি যুগোপযোগী করতে হবে
৫	**শ্রমিক আন্দোলন পরবর্তী চাকুরিচ্যুত শ্রমিকদের চাকুরিতে পুনর্বহালের ব্যবস্থা ও দায়েরকৃত উদ্দেশ্যমূলক মামলাসমূহ প্রত্যাহার করে ভয়-ভীতিহীন শ্রম পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে**
৬	**মজুরি, অতিরিক্ত কর্মঘন্টা, ছুটি ইত্যাদি ক্ষেত্রে শ্রমিকের আইনগত অধিকার সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে নিশ্চিত করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে সরকারি তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে**

৭	সাব-কন্ট্রাক্টনির্ভর ও ক্ষুদ্র কারখানার কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতে বিভিন্ন অংশীজনের অংশগ্রহণে একটি তহবিল গঠন করতে হবে এবং এ সকল কারখানার মালিকদের কারখানা নিরাপত্তা নিশ্চিতে সহজ শর্তে তহবিলে তাদের অভিগম্যতা নিশ্চিত করতে হবে
৮	সকল বায়ারকে তাদের ওয়েবসাইটে নিজ নিজ বাংলাদেশি ব্যবসায়িক অংশীদারদের কারখানার নাম প্রকাশ করতে হবে এবং কারখানা বন্ধ করা, শ্রমিক চাকুরিচ্যুতিতে ক্ষতিপূরণ না দেওয়া, পণ্যের যৌক্তিক মূল্য নির্ধারণ না করাসহ অন্যান্য অনৈতিক আচরণ বন্ধ করতে হবে
৯	কেন্দ্রিয় কল্যাণ তহবিল হতে গ্রুপ বীমার প্রিমিয়াম দেওয়ার বিধান রহিত করতে হবে
১০	ত্রিপক্ষীয় কাউন্সিল কার্যকর করার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট কার্যবিধি প্রণয়ন, নির্দিষ্ট আলোচ্য সূচি অনুসরণ, সকল পক্ষের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত এবং পর্যবেক্ষক হিসেবে নাগরিক সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে
১১	তৈরি পোশাক খাতের সম্পূরক শিল্পে প্রণোদনা ও নীতি সহায়তা বৃদ্ধি করতে হবে
১২	রেমিডিয়েশন কো-অর্ডিনেশন সেল কার্যকর করার লক্ষ্যে- • সরকার, বায়ার ও আইএলও'র সমন্বিত উদ্যোগে আরসিসি'র আর্থিক ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে • কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা এবং কার্যকর করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে - এক্ষেত্রে কারখানাসমূহের সংস্কার প্রতিবেদন নিয়মিত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে এবং প্রকৌশলীদের মাঠ প্রশিক্ষণের উপর জোর দিতে হবে • কার্যক্রম পরিবীক্ষণে নিরপেক্ষ বিশেষজ্ঞ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে • কার্যক্রম টেকসইকরণে বায়ারদের আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে আনতে হবে

ধন্যবাদ